দৈনিক বাংলা

049

তারিখ 19 AUG 1988 কলাম 4

শিশু শ্রমিকদের জন্য সারা দেশে স্কুল হবে: এরশাদ

পাগলা (নারায়ণগঞ্জ) ১৮ই আগস্ট (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেন যে জনগণের অবস্থার উন্নয়নই তাঁর সরকারের সকল কর্মসূচীর লক্ষ্য।

আজ এখানে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের এক সমাবেশে ভাষণদানকালে

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

শিশু শ্রমিকদের জন্য

(১ম পৃঃ পর)

প্রেসিডেন্ট বলেন যে এই লক্ষ্য সামনে রেখে দেশের প্রশাসন সংস্কার করা হয়েছে এবং জনগণ ইতিমধ্যেই তাঁর সরকারের এসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ চীফ হুইপ এম এ সাত্তার শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমদ, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান এবং নারায়ণগঞ্জের শিল্পপতি মোহাম্মদ আলীও এ উপলক্ষে ভাষণ দেন।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এইচ এম এ গফফার, সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

রাজধানী এবং এর আশেপাশে শিশু শ্রমিকদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাঁর প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার সচ্ছল ব্যক্তিদের দানে এলাকার শিশু শ্রমিকদের জন্য পাগলায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে তা এব্যাপারে এক ধাপ অগ্রগতি।

তিনি বলেন যে রাজধানী এবং নারায়ণগঞ্জ শহরের আশেপাশে বিভিন্ন কারখানা ও ওয়ার্কশপে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত যেসব শিশু কাজ করছে তাদের শিক্ষাদানের জন্য ঢাকায় ৫টি ও নারায়ণগঞ্জে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে এটা একটা বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নয় বরং একটি কর্মসূচীর শুরু। সময় অতিক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী এ কর্মসূচী ছড়িয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে তিনি আশা করেন যে দুস্থ শিশুরা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেজন্য ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে যারা উদারতা প্রদর্শন করলেন তাদের মত সারা দেশ থেকে সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিরা এগিয়ে আসবেন।

অধিকার ট্রাস্ট পরিচালিত শিশু শ্রমিক জরিপের উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে এই জরিপে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা অনেকাংশে প্রকাশ পেয়েছে। পাগলায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সমাপ্ত হলে অধিকার ট্রাস্ট তা পরিচালনা করবে। এই ট্রাস্টের উপর শিশু শ্রমিকদের একাউন্ট হ্যান্ডলিংয়ের দায়িত্বও দেয়া হয়েছে। শিশু শ্রমিক নিয়োগকারীরা ব্যাংকে জমা দেয়ার জন্য শিশু শ্রমিকদের কিছু অতিরিক্ত মজুরী দিতে সম্মত হয়েছেন। এভাবে তাদের একাউন্টে সঞ্চিত টাকা দিয়ে তারা যাতে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কিছু করতে পারে সেজন্য তা তাদের শিক্ষা সমাপ্তির পর দিয়ে দেয়া হবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, আমরা সবাই আমাদের দেশকে ভালবাসি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক কল্পিত কাহিনী প্রচার করে দেশের ভাবমূর্তি খাটো করার চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক দীর্ঘকাল ধরে সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা সবাই বাংলাদেশী এবং এটা আমরা আমাদের অন্তর থেকে বিশ্বাস করি।

প্রেসিডেন্ট দেশে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে যারা বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন যে তাঁর সরকার জনগণের কল্যাণে অনেক সংস্কার কার্যকর করেছে। দেশে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা হলে সাধারণ মানুষের অবস্থার অনেক উন্নতি হবে।

তিনি বলেন যে কৃষি খাতে উন্নয়নের পাশাপাশি সরকার কর্মসংস্থানের বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টি করতে দেশের সকল অংশে আরো শিল্প স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট এসব মহান লক্ষ্য অর্জনে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা গেলে দেশে বৃহত্তর উন্নয়ন অর্জন অসম্ভব হবে না।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সমাবেশে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার দাতাদের নিকট থেকে ১২ লাখ ১০ হাজার টাকা দান গ্রহণ করেন।

ঢাকা জেলার দাতারা হচ্ছেন ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের ৪৮ নং ওয়ার্ডের কমিশনার মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, অ.বদুর রহিম, আবদুল বাসেত, আখতার হোসেন ও লুৎফর রহমান এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার রোকনুদ্দীন মোল্লা, মোহাম্মদ আলী আফজাল হোসেন রণবীর শাহ, আবুল হোসেন, আফসারুদ্দীন, ফজলুর রহমান মোহাম্মদ শাহজাহান ও এম এ সালাম।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ কয়েক মাস আগে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় শিশুদের খোয়া ভাঙতে দেখেন। তিনি সেখানে থামেন এবং তাদের দুর্দশায় দুঃখ পান। তিনি তাদের আশ্বাস দেন যে তিনি তাদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন এবং তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। পাগলায় বিদ্যালয়টি নির্মিত হলে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে।

প্রেসিডেন্ট পরে বিদ্যালয়ের স্থান পরিদর্শন করেন।